তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর দপ্তর
সিলেট প ও র সার্কেল, বাপাউবো, সিলেট
ফোন (অফিস):০৮২১-৭১৮৩৩১
(বাসা): ০৮২১-৭১৭৭২০,
ফ্যাক্স: ০৮২১-৭২৩৬০০
ইমেইলঃ se.bwdb.sylhet@gmail.com

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

সিলেট জেলার বন্যা প্রতিবেদন

(তারিখঃ ২০/০৫/২০২২ খ্রি.)

বরাক নদীর ভারতে অবস্থিত ক্যাচমেন্ট এবং মেঘালয় বেসিনের চেরাপুঞ্জিতে বিগত ১২/০৫/২০২২ খ্রি. তারিখ হতে ২০/০৫/২০২২ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত মাত্র ০৯ (নয়) দিনে ২১১৬.০০ মি.মি. বৃষ্টিপাত হয়। এই ভারী বৃষ্টিপাতের ফলে সৃষ্ট ফ্ল্যাশ ফ্লাডে বাংলাদেশের সুরমা ও কুশিয়ারা নদীর বেসিন ভয়াবহভাবে প্লাবিত হয়। বৃষ্টিপাতের বিস্তারিত তথ্য নিম্নে উত্থাপন করা হলোঃ

তারিখ	সিলেট	চেরাপুঞ্জি
১২ মে, ২০২২	৬২.০০ মি.মি.	১৮০.০০ মি.মি.
১৩ মে, ২০২২	৫৭.০০ মি.মি.	২১৩.০০ মি.মি.
১৪ মে, ২০২২	১৪২.০০ মি.মি.	২০৩.০০ মি.মি.
১৫ মে, ২০২২	৬০.০০ মি.মি.	২১৮.০০ মি.মি.
১৬ মে, ২০২২	৩.০০ মি.মি.	৪২৪.০০ মি.মি.
১৭ মে, ২০২২	৭২.০০ মি.মি.	৩৬৯.০০ মি.মি.
১৮ মে, ২০২২	৩.০০ মি.মি.	২১৬.০০ মি.মি.
১৯ মে, ২০২২	৪০.০০ মি.মি.	২০৪.০০ মি.মি.
২০ মে, ২০২২	৪৫.০০ মি.মি.	৮৯.০০ মি.মি.
মোট	**৫১৪.০০ মি.মি.**	**২১১৬.০০ মি.মি.**

গত ১৩/০৫/২০২২ খ্রি. তারিখ সুরমা নদীর কানাইঘাট পয়েন্টে পানি বিপদ সীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হতে থাকে এবং গত ১৪/০৫/২০২২ খ্রি. তারিখে বেলা ৩.০০ ঘটিকায় সর্বোচ্চ বিপদসীমার ১.৬০ মি. উপর দিয়ে প্রবাহিত হতে থাকে (বিপদসীমা ১২.৭৫ মি. এবং পানির সমতল ১৪.৩৫ মি.)। অদ্য ২০/০৫/২০২২ খ্রি. তারিখ সকাল ৯.০০ ঘটিকা পর্যন্ত সুরমা নদীর কানাইঘাট পয়েন্টে পানি বিপদসীমার ০.৯৮ মি. উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে (বিপদসীমা ১২.৭৫ মি. এবং পানির সমতল ১৩.৭৩ মি.) এবং সিলেট পয়েন্টে পানি বিপদসীমার ০.৩৮ মি. উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে (বিপদসীমা ১০.৮০ মি. এবং পানির সমতল ১১.১৮ মি.)। অন্যদিকে কুশিয়ারা নদীর অমলসীদ পয়েন্টে পানি বিপদসীমার ১.৬৯ মি. উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে (বিপদসীমা ১৫.৪০ মি. এবং পানির সমতল ১৭.০৯ মি.)। উল্লেখ্য, আজ থেকে সিলেট জেলার সকল নদীর পানির সমতল কমতে শুরু করেছে।

সুরমা ও কুশিয়ারা বেসিনে পানি সমতল অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যাওয়ায় সুরমা নদীর বামতীর বন্যা নিয়ন্ত্রন বাঁধ এবং কুশিয়ারা নদীর ডানতীর বন্যা নিয়ন্ত্রন বাঁধের অসংখ্য স্থানে পানি উপচিয়ে জকিগঞ্জ, কানাইঘাট, বিয়ানীবাজার, দক্ষিন সুরমা ও সিলেট সদর উপজেলার বিস্তীর্ণ এলাকাকে প্লাবিত করে। বাঁধ উপচিয়ে পানি প্রবেশের বিস্তারিত বিবরণ নিম্ন ছকে উত্থাপন করা হলোঃ

ক্রমিক নং	উপজেলার নাম	বাঁধ উপচানোর		মন্তব্য
		সংখ্যা	দৈর্ঘ্য	
০১	জকিগঞ্জ	১৬ টি	৪৪০০.০০ মি.	চলতি বর্ষা মৌসুমে পরবর্তী সম্ভাব্য বন্যা হতে রক্ষার জন্য উচ্চতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন
০২	কানাইঘাট	২৬ টি	৪৫০০.০০ মি.	
০৩	বিয়ানীবাজার	৫ টি	৪০০০.০০ মি.	
০৪	দক্ষিন সুরমা	৪ টি	২০০০.০০ মি	
০৫	গোলাপগঞ্জ	১ টি	৩০০.০০ মি.	
০৬	জৈন্তাপুর (সারী-গোয়াইন বন্যা বাঁধ)	২ টি	১০০০.০০ মি	
	মোট	**৫২ টি**	**১৫৯০০.০০ মি.**	

পানি উপচানো রোধে বালুভর্তি সিনথেটিক বস্তা জরুরিভাবে পানি উপচানো ও ভাঙ্গন ঠেকানোর কাজে ব্যবহারের জন্য জকিগঞ্জ, কানাইঘাট, দক্ষিন সুরমা ও বিয়ানীবাজার উপজেলায় এখন পর্যন্ত ২৫,০০০ সিনথেটিক ব্যাগ সরবরাহ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর দপ্তর
সিলেট প ও র সার্কেল, বাপাউবো, সিলেট
ফোন (অফিস):০৮২১-৭১৮৩৩১
(বাসা): ০৮২১-৭১৭৭২০,
ফ্যাক্স: ০৮২১-৭২৩৬০০
ইমেইলঃ se.bwdb.sylhet@gmail.com

সুরমা ও কুশিয়ারা নদীর বন্যা নিয়ন্ত্রন বাঁধ উপচিয়ে জকিগঞ্জ, কানাইঘাট, বিয়ানীবাজার, দক্ষিন সুরমা ও সিলেট সদর উপজেলার বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত হয়েছে। বাঁধ উপচানো ছাড়াও সুরমা ও কুশিয়ারা নদীর বন্যা নিয়ন্ত্রন বাঁধ বিভিন্ন স্থানে ভেঙ্গে পানি প্রবেশ করছে। ১৯/০৫/২০২২ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত সুরমা ও কুশিয়ারা নদীর বাঁধ ভেঙ্গে যাওয়ার তথ্যাদি নিম্নরূপঃ

ক্রমিক নং	উপজেলার নাম	নদীর নাম	ভেঙ্গে যাওয়া (ব্রীচড) বাঁধের বিবরণী		গৃহীত ব্যবস্থা	সম্ভাব্য মেরামত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	মন্তব্য
			সংখ্যা	দৈর্ঘ্য			
০১	জকিগঞ্জ	কুশিয়ারা	১০টি	৬৫০.০০ মিটার	৩টি স্থানে কাজ শুরু হয়েছে এবং ৩টি স্থানে শুরু প্রক্রিয়াধীন	১৬২.০০	
০২	বিয়ানীবাজার	কুশিয়ারা	৪টি	১৪০.০০ মিটার	১টি স্থানে কাজ শুরু হয়েছে অন্যগুলো প্রক্রিয়াধীন	৩৫.০০	
০৩	জকিগঞ্জ	সুরমা	৯টি	৫৭০.০০ মিটার	২টি স্থানে কাজ শুরু হয়েছে এবং ৫টি স্থানে শুরু প্রক্রিয়াধীন	১৫৫.৫০	
০৪	কানাইঘাট	সুরমা	১১টি	৩৯৫.০০ মিটার	কাজ শুরু প্রক্রিয়াধীন	১১৮.০০	
০৫	বিয়ানীবাজার	সুরমা	১টি	৩৫.০০ মিটার	কাজ শুরু প্রক্রিয়াধীন	৯.০০	
০৬	দক্ষিন সুরমা	সুরমা	৩টি	১০০০.০০ মিটার	কাজ শুরু প্রক্রিয়াধীন	৩.৫	
০৬	সিলেট সদর	সুরমা	১টি	৫০.০০ মিটার	কাজ শুরু প্রক্রিয়াধীন	১৮.৯৪	
০৭	জৈন্তাপুর	সারী	রেগুলেটর	২০ ভেন্ট		৮৫.০০	রেগুলেটরের ক্ষতিগ্রস্থ গেইট ভেংগে পানি প্রবেশ করছে।
০৮	গোলাপগঞ্জ	সুরমা	রেগুলেটর	২ ভেন্ট		০.৫০	
		মোট	**৩৮ টি**	**২৮৪০.০০ মিটার**		**৫৮৭.৪৪**	

কৃষি বিভাগের তথ্য অনুযায়ী সিলেট জেলার হাওরের ধান কর্তনের অগ্রগতি ১০০% । ফলে চলতি পিরিয়ডে চলমান ফ্লাশ ফ্লাডের কারণে হাওর অঞ্চলের ধানের ক্ষয়-ক্ষতি হয়নি। ব্রীচ হয়ে যাওয়া বাঁধের অংশ বন্ধকরণের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে ০৬ টি পয়েন্টে কাজ শুরু করা হয়েছে। অবশিষ্ট অংশগুলোতে ব্রীচ ক্লোজিং কাজ শুরু করার জন্য মহাপরিচালক, বাপাউবো মহোদয়ের টেলিফোনিক নির্দেশনা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীকে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। তবে পানির স্রোতের তোড় তীব্র থাকায় বেশ কিছু জায়গায় ব্রীচ ক্লোজিং-এর কাজ শুরু করা যাচ্ছেনা। পানি কমার সঙ্গে সঙ্গেই এসব স্থানে ব্রীচ ক্লোজ করা হবে।
উল্লেখ্য যে, সুরমা ও কুশিয়ারা নদীর বন্যা নিয়ন্ত্রন বাঁধ দীর্ঘদিন সংস্কার না করায় বাঁধের সেকশন ও লেভেল অধিকাংশ স্থানে ডিজাইন সেকশনের চেয়ে অনেক নীচে রয়েছে। ২০১৮ সালে সুরমা নদীর ডানতীর বন্যা নিয়ন্ত্রন বাঁধ পুনর্বাসন/মেরামতের জন্য "সিলেট জেলার গোয়াইনঘাট উপজেলাধীন বন্যা নিয়ন্ত্রন, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প" শীর্ষক প্রকল্পটি প্রস্তুতপূর্বক পানি সম্পদ মন্ত্রনালয়ে প্রেরণ করা হয়। বর্ণিত ডিপিপির বিষয়ে অনুষ্ঠিত যাচাই সভায় সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় মহোদয় সুরমা ও কুশিয়ারা সীমান্ত নদীর বিদ্যমান সকল স্থানের নদীতীর ভাঙ্গন এবং বাঁধের টেকসই মেরামত ও পুনর্বাসনের জন্য বৃহৎ আঙ্গিকে ডিপিপি প্রণয়নের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। সে মোতাবেক কারিগরি কমিটির সুপারিশের আলোকে ডিপিপি পুনঃগঠনপূর্বক ১০০২৩.৭৫ কি.মি. বাঁধ পুনর্বাসন এবং ৬৩.৮৭ কি.মি. তীর প্রতিরক্ষা কাজ বাস্তবায়নের সংস্থান প্রস্তাবপূর্বক পুনঃগঠিত ডিপিপিটি পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ১/১০/২০২০ খ্রি. তারিখে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।

তবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় নির্দেশনা অনুযায়ী সম্ভাব্যতা সমীক্ষার সুপারিশের আলোকে ডিপিপিটি পুনঃগঠন করা প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে "সিলেট জেলার সুরমা কুশিয়ারা নদীর অববাহিকায় সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নের নিমিত্ত সম্ভাব্যতা সমীক্ষা" শীর্ষক PFS সমীক্ষা প্রস্তাবনা পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে অনুমোদনের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। সম্ভাব্যতা সমীক্ষার সুপারিশের আলোকে সুরমা-কুশিয়ারা নদীর বাঁধ পুনর্বাসন ও প্রতিরক্ষা কাজের প্রকল্প পুনঃদাখিল করা হবে।

কুশিয়ারা নদীর পানি জকিগঞ্জ উপজেলাধীন বাপাউবো'র রহিমপুর পাম্প হাইজের মাধ্যমে নিষ্কাশনের সুযোগ রয়েছে। তবে দীর্ঘদিন ধরে পাম্প-হাউজের ইন-টেক চ্যানেলের মুখ বন্ধ করে অবস্থিত মাটির ক্লোজারটি ভারতের বিএসএফ-এর বাধার কারণে খুলে দেয়া সম্ভব হচ্ছিলোনা। সাম্প্রতিক বন্যায় ক্লোজারটি উপচিয়ে পানি প্রবেশ করা শুরু করলে এটি খুলে দেয়া হয়। এমতাবস্থায়, দীর্ঘদিন পড়ে থাকা পাম্প-হাউজের পাম্পগুলো জরুরি ভিত্তিতে মেরামত করে চালু করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ফলে কুশিয়ারা নদীর অতিরিক্ত বন্যার পানি রহিমপুর পাম্প হাউজের মাধ্যমে বাইপাস করার সুযোগ সৃষ্টি হবে।

আরো উল্লেখ্য যে, সুরমা ও কুশিয়ারা নদীর বন্যা নিয়ন্ত্রন বাঁধে বিদ্যমান বাপাউবো'র রেগুলেটরগুলোর গেইট অধিকাংশ ক্ষেত্রে সচল বা কার্যকর না থাকায় রেগুলেটর দিয়ে পানি ঢুকে নিম্নাঞ্চলগুলোকে প্লাবিত করছে। এ ধরণের ১৬ টি রেগুলেটরের অগ্রাধিকার তালিকা প্রস্তুত করে সেগুলো মেরামরতের জন্য গত ৩১/০৮/২০২১ খ্রি. তারিখে মেকানিক্যাল ওয়ার্কশপ বিভাগ, তেজগাঁও, ঢাকায় প্রেরণ করা হলেও অদ্যাবধি কোন গেইট মেরামতের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। জরুরি ভিত্তিতে এসব রেগুলেটর-এর গেইট সংযোজন করা প্রয়োজন।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর দপ্তর
সিলেট প ও র সার্কেল, বাপাউবো, সিলেট
ফোন (অফিস):০৮২১-৭১৮৩৩১
(বাসা): ০৮২১-৭১৭৭২০,
ফ্যাক্স: ০৮২১-৭২৩৬০০
ইমেইলঃ se.bwdb.sylhet@gmail.com

এমতাবস্থায়, চলতি বর্ষা মৌসুমের পরবর্তী ফ্লাশ ফ্লাডের প্রভাব হতে বাঁধে পানি উপচানো ঠেকানোর লক্ষ্যে সুরমা ও কুশিয়ারা বন্যা নিয়ন্ত্রন বাঁধের বিভিন্ন নাজুক স্থানে ১৯.০০ কি.মি. দৈর্ঘ্যে জরুরিভাবে বাঁধের উচ্চতা বৃদ্ধিকরণ, ব্রীচ ক্লোজিংসহ ভাঙ্গন রোধে জরুরি আপদকালীন মেরামত কাজ বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন।

সংযুক্তিঃ বাঁধ উপচানো, বাঁধের ভাঙ্গণ ও ক্ষতিগ্রস্থ রেগুলেটরের ছবি।

স্বাক্ষরিত/-
(প্রবীর কুমার গোস্বামী)
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী,
সিলেট পওর সার্কেল,
বাপাউবো, সিলেট।

স্মারক নং- পাউবো/তঃপ্রঃ/এস,সি/১২১১/২(৭) তারিখঃ ২০/০৫/২০২২ খ্রি.

অনুলিপি সদয় অবগতি/অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়)।

১. অতিরিক্ত মহাপরিচালক(পূর্ব রিজিয়ন), বাপাউবো, ঢাকা।
২. প্রধান প্রকৌশলী, উত্তর- পূর্বাঞ্চল, বাপাউবো, সিলেট।
৩. পিএস, প্রতিমন্ত্রী, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় (মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
৪. পিএস, উপমন্ত্রী, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় (মাননীয় উপমন্ত্রী মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
৫. সি.এস.ও টু মহাপরিচালক, বাপাউবো, ঢাকা। (মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
৬. নির্বাহী প্রকৌশলী, সিলেট পওর বিভাগ, বাপাউবো, সিলেট।
৭. পিএস, সিনিয়র সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় (সিনিয়র সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)

20.05.22

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী,
সিলেট পওর সার্কেল,
বাপাউবো, সিলেট।

কানাইঘাট উপজেলার সুরমা নদীর বাম তীরে বাঁধ উপচিয়ে পানি প্রবেশের দৃশ্য

বাঁধ উপচিয়ে গ্রাম প্লাবিত (স্থানঃ জকিগঞ্জ)

সুরমা নদীর বাঁধ ভেঙ্গে পানি প্রবেশের দৃশ্য (স্থানঃ কানাইঘাট)

সুরমা নদীর বাঁধ ভেঙ্গে পানি প্রবেশের দৃশ্য (স্থানঃ জকিগঞ্জ)

জকিগঞ্জ উপজেলায় কুশিয়ারা নদীর ডান তীর বন্যা নিয়ন্ত্রন বাঁধের পানি উপচানো রোধে সিনথেটিক বস্তা দিয়ে জরুরি কাজ

দক্ষিন সুরমা উপজেলায় সুরমা নদীর বাম তীর বন্যা নিয়ন্ত্রন বাঁধের পানি উপচানো রোধে সিনথেটিক বস্তা দিয়ে জরুরি কাজ।

জকিগঞ্জ উপজেলার অমলসীদ পয়েন্টে বাঁধ ভেঙ্গে পানি প্রবেশের দৃশ্য

জকিগঞ্জ উপজেলার কুশিয়ারা নদীর ডানতীর বাঁধ উপচিয়ে পানি প্রবেশের দৃশ্য

রহিমপুর পাম্প-হাউজের ইন-টেক চ্যানেলে পানি ঢুকানো সম্ভব হওয়ায় পাম্প-হাউজের রিভার সাইটের গেইট খুলে দেয়া হয়েছে

পাম্পহাউজের গেইট খুলে দেয়ায় স্বয়ংক্রিয়ভাবে পানি নিষ্কাশনের দৃশ্য

দীর্ঘদিন অব্যবহৃত পড়ে থাকায় পাম্পের অপারেশন ডেকে পাম্পের ভাল্বের যন্ত্রাংশ মেরামত কাজ শুরু করা হয়েছে

জকিগঞ্জ উপজেলায় রেগুলেটরের অকার্যকর গেইট ভেঙ্গে পানি প্রবেশের দৃশ্য

সার্বিক বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও বাপাউবো'র কর্মকর্তাদের মধ্যকার বৈঠক